শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম্ম

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম্ম

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট ও কুমারহট্ট শ্রীশ্রীবাসাঙ্গন হইতে শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৯৪

১৩৮৭ সাল, ১১ই শ্রাবণ

শুভ শ্রীশ্রীগুরু পূর্ণিমা

ভিক্ষা—

[torn top line: ...গ্রন্থের পুনঃ প্র...]

—প্রকাশিত হইয়াছে—

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচারের ষান্মাষিক পত্রিকা

'শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী'

সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাবিজড়িত প্রকাশিত, প্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থাবলী ধারাবাহিক প্রকাশিত তেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ, পরে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী হইতে শ্রীনরহরিদাস ও প্রেমদাস র্য্যন্ত পার্ষদগণের মহিমা-বিজড়িত গ্রন্থাবলী প্রকাশ করাই ই প্রচেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য। এতৎ সঙ্গে তাঁহাদের গ্রন্থাবলীও কাশিত হইবে।

অগণিত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ। তাঁহাদের অপ্রাকৃত লীলা-জড়িত গ্রন্থাবলী পরম্পরাক্রমে লিখিত হইয়াছে। কাল ভাবে তাহার অধিকাংশই লুপ্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না কিছু প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও এখন দুষ্প্রাপ্য।

তাই ভক্তিগ্রন্থ পাঠপিপাসু পাঠকগণ সমীপে নিবেদন চাঁদা পাঁচ টাকা পাঠাইয়া আপনি গ্রাহক হউন আপনার পরিচিত ভক্তবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করতঃ গ্রাহক সহায়তা করিয়া লুপ্তপ্রায় ভক্তিশাস্ত্র প্রচারের সহায়তা ।

ধি পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী—

১। শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত, ২। শ্রীনিত্যানন্দ বংশ স্তার, ৩। শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপামৃত, ৪। শ্রীঅদ্বৈতোদ্দেশ পিকা। ৫। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা। ৬। বৃহৎ ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ দীপিকা। ৭। শ্রীঅভিরাম মৃত ইত্যাদি। (পত্রিকার পূর্ব্ব প্রকাশিত সমস্ত সংখ্যাই াওয়া যায়।)

প্রকাশকের নিবেদন—

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, কলিপা
হত জীবের দুর্গতি মোচনের জন্য সর্ব্ব অবতারের পার্ষদ
সমভিব্যহারে ধরাধামে আবির্ভূত হইয়া নামে-প্রেমে জ
ধন্য করিলেন।

তথাহি—শ্রীবিদগ্ধ মাধবে (১।২)

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ॥
হরিঃ পুরট সুন্দরদ্যুতি কদম্ব সন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

চির অনর্পিত অর্থাৎ কোন কালে যাহা কাহাকেও দেও
নাই সেই উজ্জ্বল অর্থাৎ মধুর রসে রসাল নিজস্ব প্রেম
বিতরণের জন্য করুণাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন। বি
ব্রজগোপীর আনুগত্য লইয়া মধুর রসাশ্রয়ী ভজন করত
গোপীদেহ প্রাপ্ত হইয়া মঞ্জরী স্বরূপে শ্রীরাধাগোবিন্দের
শাশ্বত সেবাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহা শ্রীমন্মহা
স্বয়ং আচরণ ও উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীপাদ রূ
সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ প্রদান উপলক্ষ্যে সেই
তথ্যের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ, আদেশ ও কৃপাশক্তি বলে

ষ্ণব সদাচার এবং উজ্জ্বল নীলমণি ও ভক্তিরসামৃত সিন্ধু
াদি গ্রন্থে ব্রজলীলা তত্ত্ব ও ভক্তি তত্ত্বাদি প্রাচীন শাস্ত্রাদির
মাণ উল্লেখপূর্ব্বক সুযোগ্য সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া সুচারু-
প পরিবেশন করিয়াছেন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা।

"শ্রীচৈতন্য মনোভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপং কদাময়ং দদাতি স্বপদান্তিকং॥"

ন্মহাপ্রভু মনোভিলাষ শ্রীপাদ রূপ-সনাতন গোস্বামীর
কায় পরিস্ফুট হইয়াছে। তদনুকরণে শ্রীজীব গোস্বামী,
ঘুনাথ দাস গোস্বামী; পরবর্ত্তী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
তে গোবর্দ্ধনের সিদ্ধবাবা পর্য্যন্ত পরম্পরাক্রমে বিশুদ্ধ
মার্গীয় ভজন পথ নির্দ্দেশ, পদ্ধতি ও তত্ত্বাদি বিশেষভাবে
গ্রন্থরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। এতৎসঙ্গে চরম দুর্দৈব-
শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমকালীন হইতে অদ্যাবধি পর্য্যন্ত
পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু উপধর্ম্ম জীবের অধো-
জন্য ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করিয়া বর্ত্তমানে বিশাল
পরিগ্রহ করিয়াছে। যেমন বৃক্ষে পরগাছা হইয়া ক্রমে
বর্দ্ধিত হওতঃ মূল বৃক্ষকে ক্রমে নিস্তেজ করিয়া আনে,
স্বরূপ মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ ব্রজ অনুগত রাগমার্গীয়
-পদ্ধতি তৎবিষয়ক সদাচারাদি আজ অত্যন্ত স্তিমিত
য় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বর্ত্তমানে এতদ্বিষয়ে ভক্তি-
বিশুদ্ধ সাধকগণের সচেতন হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বাহিরে বিশুদ্ধ-সম্প্রদায়ী ভান করিয়া ভিতরে কদর্য্য আচরণ করে এতাদৃশ ব্যক্তিদের হইতে সর্ব্বক্ষণ সতর্ক থাকিতে হইবে। গোস্বামী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশুদ্ধ ভজন তত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করতঃ সেই বিশুদ্ধ পথে অনুসরণই একা[ন্ত] কর্ত্তব্য। তাই ঠাকুর নরোত্তম শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা[য়] বলিয়াছেন—

"সাধু শাস্ত্র গুরু বাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেম মাঝে।"

আরও বলিয়াছেন—

"মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার॥"

শাস্ত্র বাক্যের সঙ্গে সাধু ও গুরু বাক্যের ঐক্যতা স্থাপ[ন] করিয়া ভজন করা একান্ত কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব আচার্য্য ও [পর] আচার্য্যের সমতার পর্য্যালোচনা করিয়া মহাজন প্রদ[র্শিত] পথে অনুধাবন করা বিধেয়। অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর [স্ব]শক্তিবলে বলীয়ান পূর্ব্ব আচার্য্য শ্রীরূপ সনাতনাদি গোস্বা[মী]গণের প্রদর্শিত পথে অনুগামী পর আচার্য্য সাধু ও [গুরুর] সান্নিধ্য লাভ করতঃ দৃঢ় আস্থাবান হইয়া ভজন ক[রা] একান্ত কর্ত্তব্য।

আলোচ্য গ্রন্থে সেই বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের ক্রমনির্দ্দেশের [...] শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক শ্রীপাদ রূপ-সনাতন গোস্বামীকে শি[ক্ষা] রায় রামানন্দসহ মিলনকালীন রায় রামানন্দ মুখে [...]

গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এতৎ সঙ্গে উৎপথগামীগণের তাৎপর্য্য সম্যক উপলব্ধির জন্য অদ্বৈত প্রভু ও প্রভু বীরচন্দ্র কর্ত্তৃক উৎপথগামী শিষ্যগণের বর্জ্জন ও চৈতন্যকারিকা গ্রন্থ উক্ত শ্রীরূপ কবিরাজের কল্পিত মতবাদের ক্রম উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রভু বামনদেবের লীলাচক্রে বলিরাজার দান কালে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের চক্ষু অন্ধ হওয়ায় শুক্রাচার্য্য প্রভুকে বলিয়াছিলেন, "আমিও কলিকালে অবতীর্ণ হইয়া তোমার বিশুদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ কল্পিত মতবাদ স্থাপন করিয়া কলিজীবকে বিপথগামী করিব। স্বশক্তি প্রভাবে তোমার বিশুদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব ক্রমে স্তিমিত করিব। আর দৈত্যগণও আমার শিষ্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া আমার সহায়তা করিবে।" সেই শুক্রাচার্য্যই রূপ কবিরাজ রূপে জন্মিয়া উদ্দণ্ড প্রতাপে ভক্তি প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি করিলেন। তিনি কি জাতীয় ভাবের অভিব্যক্তি করিলেন; তাহা গ্রন্থশেষে বর্ণিত বিষয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পথ ও রূপ কবিরাজের পথকে পাশাপাশি রাখিয়া ভক্তিপথগামী সুধীগণের দৃষ্টিগোচর করিলাম। রূপ কবিরাজের ব্যাভিচারী আদর্শ লইয়া কালচক্রে স্বকল্পিত মতবাদ পোষণ করতঃ অদ্যাবধি বহু উৎপথগামী মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

আউল, বাউল, সাঁই, কর্ত্তাভজা, নেড়ানেড়ি, দরবেশ, সাঁইদাদ আদি প্রভৃত মতবাদ ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করিয়া

ঘনঘটাবৃত হইয়াছে। তাই ভক্তিপথগামীগণের বিশু
ভক্তিরক্ষায় সদা সতর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন।

এখন সুধী ভক্তগণ যাহা সুযোগ্য ও নীতিসম্মত বিশুদ্ধ পথ বলিয়া মনে করেন, তাহাই গ্রহণ করুন। এই গ্রন্থ বিশুদ্ধপথগামী সাধকগণের কিঞ্চিৎ সহায়ক হইলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিব। আর সহৃদয় গুণগ্রাহী সুধী বৃন্দ আমার জ্ঞানাজ্ঞান কৃত সর্ব্বপ্রকার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তিমন্দির
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্যডোবা,
পোঃ হালিসহর, ২৪ পরগণা।
পশ্চিমবঙ্গ
সন ১৩৮৭ সাল, শ্রীগুরু পূর্ণিমা।

নিবেদক—
শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপাপ্রার্থী
দীন
কিশোরী দাস

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম্ম

গ্রন্থারম্ভ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত উক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃত শিক্ষাষ্টকের বঙ্গানুবাদ।

হর্ষে প্রভু কহে, শুন স্বরূপরাম রায়।
নাম সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন।
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম সঙ্কীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণ প্রেমের উল্লাস॥
সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম॥

কৃষ্ণ প্রেমোদ্গমাপ্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥ ১ ॥
অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশকাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ॥
যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায় ॥ ২ ॥
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণসম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপনধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয় ॥ ৩ ॥
ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি ॥

অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্য ভক্তি দান।
আপনাকে করে সংসারী-জীব অভিমান ॥ ৪ ॥
তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাশরিয়া।
পড়িয়াছো ভবার্ণবে মায়া-বদ্ধ হঞা ॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলী সম।
তোমার সেবক করো তোমার সেবন ॥ ৫ ॥
পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হৈল উদ্গম।
কৃষ্ণ ঠাঁঞি মাগে সপ্রেম নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥
প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥
রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগ স্ফূরণ।
উদ্বেগ বিষাদ দৈন্যে করে প্রলাপন ॥ ৬ ॥
উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ হৈল যুগসম।
বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন ॥
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন, না যায় জীবন ॥ ৭ ॥
আমি কৃষ্ণপদ দাসী, তিহেঁা রস সুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।
কিবা সে দেন দর্শন, জারেন আমার তনু মন,
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ ॥ ৮ ॥

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

শ্রীচৈঃ চঃ—মধ্যে—১৯ পরিঃ

প্রভু কহে শুন রূপ ভক্তিরসের লক্ষণ।
সূত্ররূপে কহি বিস্তার না যায় বর্ণন॥

পারাবার শূন্য গভীর ভক্তিরস সিন্ধু।
তোমাকে চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু॥

এইমত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥

কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥

ার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুইভেদ।
ঙ্গমে তির্য্যক জল স্থলচর বিভেদ॥

র মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর।
র মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর॥

নিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদমুখে মানে।
নিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥

চারি মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কাটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥

কাটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
াটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।

ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ুক্তি সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ।
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদী যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদী পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণ কর্ত্তনাদি জল॥
যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতি মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ হস্তী যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীব হিংসন।
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেচ জল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন॥

মফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
তা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
হা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
া প্রেমফল রস করে আস্বাদন॥
ত পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
তএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥
বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম।
কূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন॥
শুদ্ধভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
ত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥
ক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
রিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥
ক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
ঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয়॥
দ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।
অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥
বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার।
সিতা মিছরী উত্তম মিশ্রি আর॥
কৃষ্ণ ভক্তি রস স্থায়ীভাব।
মিলে যদি বিভাব অনুভাব॥

সা[illegible]ক ব্যাভিচারী ভাবের মিলনে ।
কৃষ্ণভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে ॥
যৈছে দধি সিতী ঘৃত মরীচ কর্পূর ।
মিলনে রসালা হয় অমৃত মধুর ॥
ভক্তভেদে রতি ভেদ পঞ্চ পরকার ।
শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর ॥
বাৎসল্যরতি মধুররতি এ পঞ্চ বিভেদ ।
রতি ভেদে কৃষ্ণ ভক্তি রস পঞ্চভেদ ॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম ।
কৃষ্ণ ভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥
হাস্যোদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয় ।
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয় ॥
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপী রহে ভক্তমনে ।
সপ্তগৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে ॥
শান্তভক্ত নব যোগেন্দ্র সনকাদি আর ।
দাস্যভাব ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার ॥
সখ্যভক্ত শ্রীদামাদি পুরে ভীমার্জ্জুন ।
বাৎসল্য ভক্ত মাতা পিতা যত গুরুজন ॥
মধুর রসে ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ ।
মহিষীগণ লক্ষীগণ অসংখ্য গণন ॥
পুনঃ কৃষ্ণ রতি হয় দুইত প্রকার ।
ঐশ্চর্য জ্ঞানমিশ্রা কেবলা ভেদ আর ॥

বশা। রাত ঐশ্বর্য্য জ্ঞানহীন।
দ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদি ঐশ্বর্য্য প্রধান ॥
চর্য্য জ্ঞান প্রাধান্যে সঙ্কোচিত প্রীতি।
লে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি ॥
দাস্য রসে ঐশ্বর্য্য কাহাঁ উদ্দীপন।
াল্যে সখ্যে মধুর রসে সঙ্কোচন ॥
দব দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
র্য্য জ্ঞানে দুহাঁর মনে ভয় হৈল ॥
র বিশ্বরূপ দেখি অর্জ্জুনের হৈল ভয়।
ভাবে ধাষ্ট্য ক্ষমায় করিয়া বিনয় ॥
যদি রুক্মিণী করিল পরিহাস।
াড়িবেন জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস ॥
র শুদ্ধ প্রেম ঐশ্বর্য্য না জানে।
দখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে ॥
স্বরূপ বুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈক নিষ্ঠতা।
ষ্ঠতা বুদ্ধ্যে ইতি শ্রীমুখ গাথা ॥
তৃষ্ণা ত্যাগ তার কার্য্য মানি।
শান্ত কৃষ্ণ ভক্ত এক জানি ॥
ক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে।
ষ্ঠা তৃষ্ণা ত্যাগ শান্তের দুই গুণে ॥
গুণ ব্যাপে সব ভক্ত জনে।
শব্দ গুণ যেন ভূতগণে ॥

শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা গন্ধহীন।
পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥
কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুর জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥
ঈশ্বর জ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসের এই দুই গুণ॥
শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়।
দাস্যের সম্ভ্রম গৌরব সেবা সখ্যে বিশ্বাসময়॥
কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ।
কৃষ্ণসেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥
বিশ্রম্ভ প্রধান সখ্য গৌরব সম্ভ্রমহীন।
অতএব সখ্যরসের তিনগুণ চিহ্ন॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান॥
বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার।
মমতাধিক্যে তাড়ন ভং'সন ব্যবহার॥
আপনাকে পালক জ্ঞান কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥

অমৃতানন্দে ভক্তসহ ডুবেন আপনে।
কৃষ্ণভক্ত রস গুণ কহে ঐশ্চর্য্য জ্ঞানীগণে॥
মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্য অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্য হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসের হয় পঞ্চগুণ॥
আকাশাদি গুণ যেন পরপরভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এইমত মধুরে সব ভাব সমাহার।
অতএবাস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥
এই ভক্তিরসের করিল দিগ্‌দরশন॥

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী-প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—মধ্য ২০ পরিঃ

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা॥
নীচ জাতি নীচ সঙ্গী পতিত অধম।
কুবিষয় কূপে পড়ি গোঙাইনু জনম॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত তাহি সত্য মানি॥
কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার॥
কে আমি কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥
প্রভু কহে, কৃষ্ণ কৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান তোমার নাহি তাপত্রয়॥
কৃষ্ণভক্তি ধর তুমি জান তত্ত্বভাব।
জানি দার্ঢ্য লাগি পুছে সাধুর স্বভাব॥
যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন কহিয়ে তোমাতে॥

য় স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
সূর্য্যাংশ কিরণ যেন অগ্নি জ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার শক্তি হয়॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি জীবশক্তি আর মায়াশক্তি॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয়সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ডজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
সাধুশাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়॥
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ॥
শাস্ত্র গুরু আত্মারূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥
বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্বন্ধ ভক্তি প্রাপ্ত্যের সাধন॥
অভিধেয় নাম ভক্তি প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন॥
কৃষ্ণমাধুর্য সেবা প্রাপ্ত্যের কারণ।
কৃষ্ণসেবা করে কৃষ্ণ রস আস্বাদন॥

ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি দুঃখ দেখি পুছয়ে তাহারে॥
তুমি কেনে এত দুঃখী তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহিল অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।
ঐছে বেদ পুরাণ জীবে কৃষ্ণ উপদেশ॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ॥
বাপের ধন আছে জ্ঞানে ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তের উপায়॥
এইস্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খুদিবে।
ভীমরুল বরুলী উঠিবে ধন না পাইবে॥
পশ্চিমে খুদিবে তাঁহা যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে ধন হাত না পড়য়॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজাগরে।
ধন নাহি পাবে খুদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব্বদিগে তাতে মাটি অল্প খুদিতে।
ধনের জাড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্ম জ্ঞানযোগে ত্যজি।
ভক্তে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥
অতএব ভক্তি কৃষ্ণ প্রাপ্ত্যের উপায়।
অভিধেয় বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥

হলে যৈছে সুখ ভোগ ফল পায়।
খভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥
ছে ভক্তিফল কৃষ্ণে প্রেম উপজায়।
ম কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায়॥
দ্রনাশ ভবক্ষয় প্রেমের ফল নয়।
া প্রেম সুখ মুখ্য প্রয়োজন হয়॥
শাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণ ভক্তি প্রেম তিন মহাধন॥
াদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ।
জ্ঞানে অনুষঙ্গে যায় মায়া বন্ধ॥
মুখ্যবৃত্তি কিবা অন্বয় ব্যতিরেকে।
র প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে॥
স্বরূপ অনন্ত বৈভব অপার।
মায়াশক্তি জীবশক্তি আর॥
ব্রহ্মাণ্ডগণ শক্তি কার্য্য হয়।
ক্তি শক্তি কার্য্যের কৃষ্ণ সমাশ্রয়॥
স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
আদি সর্ব্ব অংশী কিশোর শেখর।
ন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর॥
বান কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম।
ূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম॥

জ্ঞান যোগভক্তি সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে ॥
ব্রহ্ম-অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে ॥
পরমাত্মা যিহোঁ তিহোঁ কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস ॥
ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ ॥
স্বয়ংরূপ তদেকাত্মরূপ আবেশ নাম।
প্রথমেই তিনরূপে রহে ভগবান ॥
স্বয়ংরূপে স্বয়ং প্রকাশ দুইরূপে স্ফূর্ত্তি।
স্বয়ংরূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি ॥
প্রভাব বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।
এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে ॥
মহিষী বিবাহে হৈল বহুবিধ মূর্ত্তি।
প্রভাব বিলাস এই শাস্ত্র পরসিদ্ধি ॥
সৌভার্য্যাদি প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়।
কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয় ॥
সেই বপু সেই আকৃতি পৃথক যদি ভাসে।
ভাবাবেশ ভেদে নাম বৈভব প্রকাশে।
অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ।
আকার বর্ণ অস্ত্র ভেদে নাম বিভেদ ॥

জ্ঞান যোগভক্তি সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে ॥
ব্রহ্ম-অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে ॥
পরমাত্মা যিহোঁ তিহোঁ কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস ॥
ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ ॥
স্বয়ংরূপ তদেকাত্মরূপ আবেশ নাম।
প্রথমেই তিনরূপে রহে ভগবান ॥
স্বয়ংরূপে স্বয়ং প্রকাশ দুইরূপে স্ফুর্ত্তি।
স্বয়ংরূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি ॥
প্রভাব বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।
এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে ॥
মহিষী বিবাহে হৈল বহুবিধ মূর্ত্তি।
প্রভাব বিলাস এই শাস্ত্র পরসিদ্ধি ॥
সৌভার্য্যাদি প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়।
কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয় ॥
সেই বপু সেই আকৃতি পৃথক যদি ভাসে।
ভাবাবেশ ভেদে নাম বৈভব প্রকাশে।
অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ।
আকার বর্ণ অস্ত্র ভেদ নাম বিভেদ ॥

ভব প্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীবলরাম।
র্ণমাত্র ভেদ সব কৃষ্ণের সমান॥
ভব প্রকাশ যৈছে দেবকী তনুজ।
ভুজ স্বরূপ কভু হয় চতুর্ভুজ॥
কালে দ্বিভুজ নাম বৈভব প্রকাশ।
তুর্ভুজ হৈলে নাম প্রাভব বিলাস॥
বংরূপে গোপবেশ গোপ অভিমান।
সুদেবের ক্ষত্রিয়বেশ আমি ক্ষত্রিয় জ্ঞান॥
ৗন্দর্য্য ঐশ্চর্য্য মাধুর্য্যবৈদগ্ধ্য বিলাস।
জেন্দ্র নন্দনে ইহা অধিক উল্লাস॥

হ—তত্রৈব মধ্যে ২২ পরিচ্ছেদ।
কহি শুন অভিধেয় লক্ষণ।
হইতে পাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রেমধন॥
ক্তি অভিধেয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
তএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয়॥
য় জ্ঞান তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান॥
বিভিন্নাংশ রূপে হইয়া বিস্তার।
কুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার।

[illegible] বিস্তার চতুর্ব্যূহ অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব তার শক্তিতে গণন॥
সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার।
এক নিত্য মুক্ত এক নিত্য সংসার॥
নিত্য মুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ পারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবা সুখ॥
নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসারভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কাম ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়॥
তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥
কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিসুখ নিরীক্ষক কর্ম্মযোগ জ্ঞান॥
এইসব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে পারে বল॥
কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনা।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞান॥
কৃষ্ণ নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তাঁর গলায় বান্ধিল॥

...ত কৃষ্ণভজে করে গুরুর সেবন ।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণে নাহি ভজে ।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে ॥
জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে ।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণ ভক্তি বিনে ॥
কৃষ্ণ সূর্য্য সম মায়া হয় অন্ধকার ।
যাহাঁ কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার ॥
কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বোলে একবার ।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার ॥
মুক্তি ভুক্তি সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয় ।
গাঢ় ভক্তি যোগে তবে কৃষ্ণকে ভজয় ॥
...ন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন ।
...মাগিলে কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ ॥
...ও কহে আমা ভজে মাগে বিষয় সুখ ।
...মৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মূর্খ ॥
...মি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব ।
...বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥
...কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ রসে ।
...গাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে ॥
...ার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে ।
...প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধু সঙ্গে তরে কৃষ্ণে রতি উপজয়॥
কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামীরূপে শিক্ষায় আপনে॥
সাধুর সঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয়॥
মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥
সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
কৃষ্ণ কৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া।
জগতেরে রাখিয়াছে উপদেশ দিয়া॥
পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
সব সাধি অবশেষে আজ্ঞা বলবান॥
এই আজ্ঞাবলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়॥
শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্মকৃত হয়॥
শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্তি অধিকারী।
উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী॥
শাস্ত্র যুক্ত্যে শুনি পুনঃ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী সেই তরয়ে সংসার॥

শাস্ত্র যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান।
মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তেহোঁ ভক্ত হইবে উত্তম॥
রতি প্রেম তারতম্যে ভক্তি তরতম।
একাদশ স্কন্ধে তার করিয়াছে লক্ষণ॥
সর্ব্ব মহাগুণ গুণ বৈষ্ণব শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে॥
সেইসব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ।
সব কহা না যায় করি দিগ্‌দরশন॥
কৃপালু অকৃতদ্রোহ সত্য সার সম।
নির্দ্দোষ বদান্য মৃদু শুচি অকিঞ্চন॥
র্ব্বোপকারক শান্ত কৃষ্ণৈক শরণ।
কাম নিরীহ স্থির বিজিত ষড়্‌গুণ।
মতভুক অপ্রমত্ত মানদ অমানী।
ম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী॥
কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তিহোঁ পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥
অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥
তসব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
ঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক শরণ॥

ভক্ত বৎসল কৃতজ্ঞ সমর্থ বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য ॥
বিজ্ঞজনের হয় যদি কৃষ্ণগুণ জ্ঞান।
অন্য তেজি ভজে তাতে উদ্ধব প্রমাণ ॥
শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্ম সমর্পণ ॥
শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্ম সম ॥
এবে সাধন ভক্তি লক্ষণ শুন সনাতন।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ প্রেম মহাধন ॥
শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন ॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥
এইত সাধন ভক্তি দুইত প্রকার।
এক বৈধীভক্তি রাগানুগা ভক্তি আর ॥
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥
বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ সার ॥
গুরু পদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্ম শিক্ষা পৃচ্ছা সাধুমার্গানুগমন ॥

শ্রীতে ভোগ ত্যাগ কৃষ্ণ তীর্থে বাস।
যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতি গ্রহ একাদশ্যুপবাস॥
ধাত্র্যশ্বত্থ গোবিপ্র বৈষ্ণব পূজন।
সেবা নামাপরাধাদি দূরে বিবর্জ্জন॥
অবৈষ্ণব সঙ্গ ত্যাগ বহু শিষ্য না করিব।
বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিব॥
হানি লাভ সম শোকাদির বশ না হইব।
অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিব॥
বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দা গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনিব।
প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পূজন বন্দন।
পরিচর্য্যা দাস্য সখ্য আত্ম-নিবেদন॥
অগ্র নৃত্যগীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ নতি।
অভ্যুত্থান অনুব্রজ্যা তীর্থ গৃহে গতি॥
পরিক্রমা স্তব পাঠ জপ সঙ্কীর্ত্তন।
ধূপ মাল্য গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন॥
আরাত্রিক মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন।
নিজ প্রিয় দান ধ্যান তদীয় সেবন॥
তদীয় তুলসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত।
এই চারিসেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা তৎ কৃপাবলোকন।
জন্মাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ॥

সর্ব্বথা শরণাপত্তি কার্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্ঠী অঙ্গ এই পরম মহত্ব॥
সাধুসঙ্গ নাম কীর্ত্তন ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায়ে সেবন॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণ প্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥
এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজায় প্রেমের তরঙ্গ॥
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরিষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন॥
কাম ত্যাগি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানী।
দেবঋষি পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী॥
বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥
অজ্ঞানে বা হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করেনা করান প্রায়শ্চিত্ত॥
জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা যম নিয়মাদি বলে কৃষ্ণ সঙ্গ॥
বৈধিভক্তি সাধনের কহিল বিবরণ।
রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন॥
রাগানুগা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসীজনে।
তার অনুগত ভক্তের রাগানুগা নামে॥

ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥
বাহ্য অভ্যন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্যে সাধক দেহে করি শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ প্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥
দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥
এইমত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজায় প্রীতি॥
প্রীত্যঙ্কুরে রতিভাব হয়ে দুই নাম।
যাহা হৈতে বশ হন শ্রীভগবান॥
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেমের সেবন।
এইত কহিল অভিধেয় বিবরণ॥

তথাহি—২৩ পরিঃ

এবে শুন ভক্তিফল প্রেম প্রয়োজন।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস জ্ঞান॥

...ত গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান।
কৃষ্ণভক্তি রসের সেই স্থায়ী ভাব নাম ॥
এই দুই ভাবের স্বরূপ তটস্থ লক্ষণ।
প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন ॥
কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবন কীর্ত্তন।
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন ॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবনাদ্যের রুচি উপজায় ॥
রুচি হৈতে ভক্তি হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম ॥
যাহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥
এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয় ॥
কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।
ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভয় ॥
সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানে ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ হয় সদা লালসা প্রধান।
নাম গানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণ নাম॥
কৃষ্ণ গুণাখ্যানে করে সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণ লীলাস্থানে করে সর্ব্বদা বসতি॥
কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।
কৃষ্ণ প্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন॥
যার চিত্তে কৃষ্ণ প্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥
প্রেমাক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার।
শর্করাসিতা মিশ্রি শুদ্ধ মিশ্রি আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল বাড়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥
অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর আর॥
এই পঞ্চ স্থায়ীভাব হয় পঞ্চরস।
যে রসে ভক্ত সুখী কৃষ্ণ হয় বশ॥
প্রেমাদিক স্থায়ীভাব সামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে॥
বিভাব অনুভাব সাত্বিক ব্যাভিচারী।
স্থায়ীভাব রস হয় এই চারি মিলি॥

দধি যেন খণ্ড মরিচ কর্পূর মিলনে।
রসালাখ্য রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে॥
দ্বিবিধ বিভাব আলম্বন উদ্দীপণ।
বংশীস্বরাদি উদ্দীপন কৃষ্ণাদি আলম্বন॥
অনুভাব স্মিত নৃত্য গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাবের ভিতর॥
নির্ব্বেদ হর্ষাদি তেত্রিশ ব্যাভিচারী।
সব মিলি রস হয় চমৎকারকারী॥
পঞ্চবিধ রস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য।
মধুর রস শৃঙ্গার ভাবেতে প্রাবল্য॥
শান্তরসে শান্তি রতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়।
দাস্যরতি রাগ পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য়॥
সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ সীমা।
সুবলাদ্যের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা॥
শান্তাদি রসের যোগ বিযোগ দুই ভেদ।
সখ্য বাৎসল্য যোগাদির অনেক বিভেদ॥
রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে।
মহিষীগণের রূঢ় অধিরূঢ় গোপীকা নিকরে॥
অধিরূঢ় মহাভাব দুইত প্রকার।
সম্ভোগে মাদন বিরহে মোহন নাম তার॥
মাদনে চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
উদ্ ঘূর্ণা চিত্রজল্প মোহনে দুই ভেদ॥

চিত্রজল্প দশ অঙ্গ প্রজল্পাদি নাম ॥
ভ্রমর গীতার দশ শ্লোক তাহাতে প্রমাণ ॥
উদ্‌ঘূর্ণা বিরহ চেষ্টা দিব্যোন্মাদ নাম।
বিরহে কৃষ্ণ স্ফূর্তি আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান ॥
সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ দ্বিবিধ শৃঙ্গার।
সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ নাহি অন্ত তার ॥
বিপ্রলম্ব চতুর্ব্বিধ পূর্ব্বরাগ মান।
প্রবাসাখ্য আর প্রেম বৈচিত্র্য আখ্যান ॥
রাধিকাদ্যে পূর্ব্বরাগ প্রসিদ্ধ প্রবাস মানে।
প্রেম বৈচিত্র্য শ্রীদশমে মহিষীগণে ॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী ॥
অনন্ত কৃষ্ণের গুণ চৌষট্টি প্রধান।
এক একগুণ শুনি জুড়ায় ভক্ত কান ॥
অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার পঁচিশ প্রধান।
যেই গুণের বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান ॥
নায়ক নায়িকা দুই রসের আলম্বন।
সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥
এইমত দাস্যে দাস সখ্যে সখাগণ।
যৈছে রস হয় শুন তাহার লক্ষণ ॥
[illegible] রস আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে।
[illegible]ক্তগণ করে রস আস্বাদনে ॥

সংক্ষেপে কহিল এই প্রয়োজন বিবরণ।
পঞ্চম পুরুষার্থ এই কৃষ্ণ প্রেম মহাধন॥

তথাহি—২৪ পরিঃ

পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি দুই করে।
প্রভু আজ্ঞা দিলা বৈষ্ণব স্মৃতি করিবারে॥
মুঞি নীচ জাতি কিছু না জানি বিচার।
মো হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি পরচার॥
সূত্র করি দিশা যদি কর উপদেশ।
আপনে করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ॥
তবে তার দিশা স্ফুরে মো নীচের হৃদয়।
ঈশ্বর তুমি যে করাহ সেই সিদ্ধ হয়॥
প্রভু কহে যে করিতে করিবে তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবে স্ফুরণ॥
তথাপি এই সূত্র শুন দিগ্ দরশন।
সর্ব্বাবরণ লিখি আদৌ গুরু আশ্রয়ন॥
গুরু লক্ষণ শিষ্য লক্ষণ দুহাঁর পরীক্ষণ।
সেব্য ভগবান সব মন্ত্র বিচারণ॥
মন্ত্র অধিকারী মন্ত্র সিদ্ধ্যাদি শোধন।
দীক্ষা প্রাতঃ স্মৃতি কৃত্য শৌচ আচমন॥

দন্তধাবন স্নান সন্ধ্যাদি বন্দন।
গুরুসেবা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র চক্রাদি ধারণ॥
গোপীচন্দন মালাধৃতি তুলসী আহরণ।
বস্ত্র পীঠ গৃহ সংস্কার কৃষ্ণ প্রবোধন॥
পঞ্চ ষোড়শ পঞ্চাশৎ উপচারে অর্চ্চন।
পঞ্চকাল পূজারতি কৃষ্ণের ভোজন শয়ন॥
শ্রীমূর্ত্তি লক্ষণ আর শালগ্রাম লক্ষণ।
কৃষ্ণক্ষেত্র যাত্রা কৃষ্ণ মূর্ত্তি দরশন॥
নাম মহিমা নামাপরাধ দূরে বর্জ্জন।
বৈষ্ণব লক্ষণ সেবা অপরাধ খণ্ডন॥
শঙ্খ জল গন্ধ পুষ্প ধূপাদি লক্ষণ।
জপস্তুতি পরিক্রমা দণ্ডবৎ বন্দন॥
পুরশ্চরণ বিধি কৃষ্ণ প্রসাদ ভোজন।
অনিবেদিত ত্যাগ বৈষ্ণব নিন্দাদি বর্জ্জন॥
সাধুলক্ষণ সাধুসঙ্গ সাধুসেবন।
অসৎ সঙ্গ ত্যাগ শ্রীভাগবত শ্রবণ॥
দিনকৃত্য পক্ষকৃত্য একাদশ্যাদি বিবরণ।
মাসকৃত্য জন্মাষ্টম্যাদি বিধি বিচারণ॥
একাদশী জন্মাষ্টমী বামনদ্বাদশী।
শ্রীরামনবমী আর নৃসিংহ চতুর্দ্দশী॥
এই সবে বিদ্ধা ত্যাগ অবিদ্ধাকরণ।
অকরণে দোষ কৈলে ভক্তি অবলম্বন॥

সর্ব্বত্র প্রমাণ দিয়ে পুরাণ বচন।
শ্রীমূর্ত্তি বিষ্ণু মন্দির করন লক্ষণ ॥
সামান্য সদাচার আর বৈষ্ণব আচার।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্মার্ত্ত ব্যবহার ॥
এই সংক্ষেপে করিল দিগ দরশন ॥

গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দ সহ শ্রীমন্মহাপ্রভু মিলনকালে রায় রামানন্দের মুখে সাধ্যের নির্ণয়।

প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্বসাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্ম ত্যাগ এই সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞান শূন্য ভক্তি সাধ্য সার ॥

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্ব সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেমে সর্ব্ব সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তভাব প্রেম সাধ্য সার ॥
কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি তারতম্য বহুত আছয় ॥
কিন্তু যার যেই রস সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হয়ে বিচারিলে আছে তরতম ॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য় ॥
গুণাধিক্য স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পরভূতে।
দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে॥
যদ্যপি সৌন্দর্য্য কৃষ্ণ মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য্য॥
প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জন।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥

* * *

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্ব কারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ॥
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যার উপাসন॥

... স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন ॥
নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয় ॥
শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্ব চিত্ত হর ॥
লক্ষ্মী কান্তাদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ ॥
আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥
এইত সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ।
এবে সংক্ষেপে কহি রাধাতত্ত্ব রূপ ॥
কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম ॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি সবার উপরে ॥
সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিনরূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি ॥
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥

সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনী সার অংশ তার প্রেমনাম।
আনন্দ চিন্ময়রূপ রসের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরাণী॥
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমের ভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামনি সার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তার॥
মহাভাব চিন্তামনি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তার কায়ব্যূহ রূপ॥

*　　*　　*

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যে তারে করে অনুগতি॥

[illegible] সাধ্য সেই পায় ।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥
সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন ।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন ॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করয় ।
নিজ সুখ হৈতে তাতে কোটি সুখ পায় ॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেম কল্পলতা ।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥
কৃষ্ণ লীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয় ।
নিজ সুখ হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয় ॥
যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ সঙ্গমে নাহি মন ।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম ॥
নানা ছলে কৃষ্ণ প্রেরি সঙ্গম করায় ।
আত্মসুখ সঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায় ॥
অন্যান্য বিশুদ্ধ প্রেমে করে রসপুষ্ট ।
তাসবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট ॥
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম ।
কাম ক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম ॥
নিজেন্দ্রিয় সুখ হেতু কামের তাৎপর্য্য ।
কৃষ্ণ সুখে তাৎপর্য্য গোপীভাব বর্জ্য ॥
নিজেন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা নাহি গোপীকার ॥
[illegible] সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার ।

যার লোভ হয়।
বেদ ধর্ম্ম ত্যজি সে কৃষ্ণকে ভজয় ॥
রাগানুগামার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লয়া যেই ভজে।
ভাব যোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে ॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥
সিদ্ধ দেহে চিন্তি করে তাহাঞি সেবন।
সখী ভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
গোপী অনুগত বিনা ঐশ্চর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র নন্দনে ॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিপর্য্যয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট লীলা ও পরবর্ত্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিপর্য্যয় সৃষ্টি হয়। কল্পিত স্বমত স্থাপনের জন্য প্রভুর দুর্দ্দৈব মায়ায় বিমোহিত হইয়া কেহ কেহ উৎপথগামী হইলেন। তাহারা ক্রমে ক্রমে বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্মকে সঙ্কুচিত করিয়া তুলিয়াছে। এতদ্বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভের অভিপ্রায়ে অদ্বৈত প্রভু জ্ঞান-যোগ ব্যাখ্যা করায় কিছু শিষ্য বিপথগামী হইল। মহা-প্রভুর আদেশে তাহাদের পুনঃ ভক্তিপথে আসিতে বলায় তাহারা বলিল ঃ

যাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—২৪ বিলাস।

সর্বশিষ্যে অদ্বৈত ভক্তিবাদ প্রচারিল।
জ্ঞানবাদ ছাড়ি সবে ভক্তি আচরিল॥
কামদেব নাগর আর আগল পাগল।
না ছাড়িল জ্ঞানবাদ আর যে শঙ্কর॥
শঙ্কর বলে মোরা হই মায়াবাদী।
জ্ঞান বাদ বিনে কেহ না পাইবে সিদ্ধি॥
অদ্বৈত বলে, তোমরা জ্ঞানবাদ ছাড়।
বলে, বিচারে পরাজিতে পার॥

...নাম ছাড় লইবাও ভক্তি।
নহিলে ছাড়াইতে না ধরে কেহ শক্তি ॥
অদ্বৈত বলে, শঙ্কর তুমি হইলে বাউল।
তোর মতে লোক সব হইবে আউল ॥
গুরু সঙ্গে জেদ করি অপরাধী হৈলে।
তোরা সিদ্ধি না পাইবি কোন কালে ॥
ক্রোধ করিয়া অদ্বৈত তাহাদের ত্যাগ কৈল।
ত্যাগী হইয়া তারা দেশান্তরে গেল ॥
নিতাই চৈতন্যাদ্বৈত আর ভক্তগণ।
যাদের ত্যজিল তারা ত্যাগীতে গণন ॥
কৃষ্ণ ভক্তগণ যারে দোষী বলি কয়।
তাহারা মহাত্যাগী জানিবা নিশ্চয় ॥
সে সব অপরাধীর অপরাধ নাহি যায়।
সর্ব্বত্যাগী মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাহারে দেখায় ॥

এতদ্বিষয়ে শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থের ২০ অধ্যায়ের ব...থা—

নিষ্ঠা ভক্তি দ্বারা কর শ্রীকৃষ্ণ সেবন।
অনায়াসে ভববন্ধন হইবে মোচন ॥
ইত্যাদি অনেক ভক্তি উপদেশ দিলা।
তিন শিষ্য বিনা সবে ভক্তিবত্মে গেলা ॥
কামদেব নাগর আর আগল পাগল।
এই তিনে নাহি মানে আচার্য্যের বোল ॥

এই তিনে কহে শুন আচার্য্য গোসাঞি।
তব উপদেশের ইয়ত্তা কিছু নাই॥
ক্ষণে কহ জ্ঞান বড় ক্ষণে ভক্তি বড়।
জ্ঞানবর্ত্মে মোরা চিত্ত করিয়াছোঁ দৃঢ়॥
প্রভু কহে, যদি তোরা আজ্ঞা না মানিলি।
মুখ না দেখিমু আর মোর ত্যজ্য হৈলি॥
যে আজ্ঞা বলিয়া তারা পূর্ব্বদেশে গেলা।
আচার্য্য হইয়া নিজমত চালাইলা॥
গৌরলীলাগণে মোর কোটি নমস্কারে।
অলৌকীক খেলা গৌরের দেখে ভক্তিদ্বারে॥

শ্রীমদদ্বৈত প্রভু শ্রীমদন গোপালের সেবা শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রকে র্পণ করিলে বলরাম, স্বরূপ, জগদীশ নামক পুত্রত্রয় স্বতন্ত্র ।

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে—২১ অধ্যায়
তাহে আর আচার্য্য সুত প্রভু বলরাম।
আর প্রভু জগদীশ মহাতেজীয়ান॥
রোষাবেশে নিজগণ লৈঞা যুক্তি করি।
এক কৃষ্ণ মূর্ত্তি আনাইলা যত্ন করি॥
অভিষেক করি সেই মূর্ত্তি স্থাপিলা।
আপনার গণ লৈঞা মহোৎসব কৈলা॥

এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদিখণ্ডে ১২ পরি- বচন যথা—

প্রথমেত আচার্য্যের একমত গণ।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ॥
কেহত আচার্য্যের আজ্ঞায় কেহত স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্র॥
আচার্য্যের মত যেই সেইমত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেইত অসার॥
অসারের নামে ইহা নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন॥
ধান্য রাশি মাপি যৈছে পাওনা সহিতে।
পশ্চাতে পাওনা উড়াঞা সংস্কার করিতে॥

কলি জীবকে মোহগ্রস্ত করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বীরচন্দ্র প্রকট হইয়া বহু উৎপথগামীর সৃষ্টি করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্যকারিকা—১ অধ্যায়—

বীরভদ্র রূপে বহু লীলা প্রকাশিলা।
নাড়া-নেড়ী, বাউল বৈষ্ণব অনেক করিলা॥
নাড়া বাউল মধ্যে কত ঐশ্চর্য্য ভক্ত হৈলা।
অলৌকীক লীলা কত প্রকাশ করিলা॥
বীরভদ্র প্রভুর মর্ম্ম কে বুঝিতে পারে।
বহু বৈষ্ণব বহু মত করিলা ক্রমেতে॥

তৎপর সাই বাউল দরবেশ নানা মতে।
বিপন্থি হইল বহু কহিলাম অল্পেতে॥
শ্রীমহাপ্রভুর মতে কত বা রহিলা।
তান্ত্রিকের মতে কত বিপথগামী হৈলা॥
নায়িকাসিদ্ধি মন্ত্রসিদ্ধি অনেক করিলা।
মহাপ্রভুর গণ হৈতে ভিন্ন হইয়া গেলা॥
মালা তিলক ত্যাগি করঙ্গ কিস্তি হাতে।
রুদ্রাক্ষ স্ফটিক দেখি কাহার গলেতে॥
তা সবার গণ বহু আছে স্থানে স্থানে।
স্পর্শ নাহি করে তারে শ্রীচৈতন্যের গণে॥

এতদ্বিষয়ে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীনিত্যানন্দ ংশবিস্তার গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে যে, প্রভু বীরচন্দ্র নাড়া- ণর শক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য ইচ্ছাশক্তিতে তের হাজার নেড়ী ই করিয়া বার হাজার নাড়াকে গ্রহণ করিতে বলিল। ভু বীরচন্দ্রের মায়ায় যাহারা গ্রহণ করিল প্রভু বীরচন্দ্র হাদের বর্জ্জন করিলেন।

তথাহি—৩য় স্তবকে

হেনমতে নাড়াগণে প্রভু দণ্ড কৈল।
সেই হইতে 'সজোগী বৈষ্ণব' সৃষ্টি হৈল॥
হেন প্রভু বীরচন্দ্রের মায়ার প্রকাশ।
কলিযুগ দেখি নাড়ার তেজ কৈল নাশ॥

অতএব স্ত্রী সঙ্গিনী করি দূরে।
তবে সে ভাসিবে কৃষ্ণ প্রেমের সাগরে॥

তৎপরে শ্রীরূপ কবিরাজ বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মে বিপরীত পন্থার উদ্ভাবন করিয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্মকে সঙ্কোচিত করিবার পথ প্রদর্শন করিলেন। শ্রীরূপ কবিরাজ কিরূপে গুরুত্যাগ হইয়া কদর্য্য পন্থার প্রবর্ত্তন করিলেন তাহাই এখন শাস্ত্র প্রমাণে আলোচনা করিব। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য রূপ কবিরাজ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তি ধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ বিপরীত পন্থ প্রবর্ত্তন করিয়া জীবজগতকে নরকগামী করিবার উপা দেখাইলেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্যকারিকা গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্য বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবি গোস্বামীর শিষ্য শ্রীমুকুন্দ দাস, তৎশিষ্য শ্রীমথুরা দাস শ্রী আদেশ লইয়া গৌড়দেশে আগমন করেন। নবদ্বীপ-অ হইয়া রাঢ়দেশে ভ্রমণ পূর্ব্বক বঙ্গদেশে গমন করিলে ত বহু শিষ্যসহ শ্রীরূপ কবিরাজের সঙ্গে সাক্ষাত ঘটিল। তাহ এক কণ্ঠিমালা দেখিয়া তাহার পরিচয় ও ভজন প্রণালী জানিত চাহিলে রূপ কবিরাজ সগর্ব্বে বলিতে লাগিলেন।

রূপ কহে শিক্ষাগুরু মুকুন্দ গোসাঁই নাম।
কৃষ্ণদাস পরিবার রূপ কবিরাজ নাম॥

...সব পড়িতে লাগিল।
শুনিয়া মথুরা দাসের মনে ভয় হৈল॥
শুনি মথুরা দাস কহিতে লাগিল।
তোমার কথায় মনে সন্দেহ হইল॥
দীক্ষা না কহিয়া কর শিক্ষার উচ্চারণ।
অশুদ্ধ প্রণালী তুমি করিলা পঠন॥

*　　　*　　　*

পূর্ব্ব প্রণালী এক দীক্ষা প্রণালী আর।
এই দুই প্রণালীমাত্র দেখি যে সবার॥
পূর্ব্ব প্রণালীতে হয়েন নারায়ণ আদি।
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্য অবধি॥
এই তিন হইতে দীক্ষা প্রণালী বিস্তার।
গুরুর দাস জীব হয় বৈধী ভক্তি সার॥
ইহা বহি শিক্ষার প্রণালী আর নাই।
কেবল তোমার মুখে শুনিবারে পাই॥
শ্রীরূপ সনাতনকে মহাপ্রভু শিক্ষা দিলা।
অষ্টশক্তি সঞ্চারিয়া ধর্ম্ম জানাইলা।
তখনে প্রণালীর কথা কিছু না কহিলা।
এইরূপ শিক্ষাগুরু সকলে করিলা॥
তৎপরে মথুরা দাস রূপ কবিরাজের সাধনপ্রণালী জানিতে
চাহিলে রূপ কবিরাজ বলিতে লাগিলেন:
অহঙ্কারে রূপ তবে ঘুরায় নয়ন।
সাধনতত্ত্ব কহে তার করিয়া গর্জ্জন॥

তাতে ঐশ্চয্যভক্তি কিবা প্রয়োজন।
তেকারণে দীক্ষা আমি না করি শোচন॥
দীক্ষা শিক্ষা তন্ত্র মন্ত্র সকল যাবে খসি।
ভাবের গুরু কল্পতরু উদয় হইবে আসি॥
কেবা কার গুরু হয় মনারোপী গুরু।
মনের একটি গুরু হয় বাঞ্ছা কল্পতরু॥
অতএব মূলতত্ত্ব করহ শ্রবণ।
দীক্ষার প্রণালী আর কিবা প্রয়োজন॥
মাধুর্য্যের পাত্র ব্রজে সখা সখী যারা।
কৃষ্ণেতে ঈশ্বর বুদ্ধি নাহি করে তারা॥
শিক্ষাগুরু কৃষ্ণমূর্ত্তি মানুষ নিশ্চয়।
মানুষ ভজনে প্রেমরস প্রাপ্তি হয়॥
কামে প্রাপ্তি করিয়াছে ব্রজগোপীগণ।
কাম হইতে প্রেম হয় শৃঙ্গার সাধন॥
শুনহ মথুরা দাস কহি তত্ত্ব সার।
স্বয়ং কৃষ্ণ করিলেন অটল শৃঙ্গার॥
শত রমণীতে যদি করিবে রমণ।
তাতে এক বিন্দু কভু না হবে পতন॥
চন্দ্র সাধন করা হয় সাধকের প্রধান।
সেই তত্ত্ব যেনা জানে সে পশুর সমান॥
মীননাথ গোরক্ষনাথ আদি সিদ্ধগণে।
বাক্যসিদ্ধ হইল তারা যে চন্দ্র সাধনে॥

রূপের কথা শুনিয়া মথুরা দাসের ভয়।
ভ্রষ্টাচারী এই রূপ জানিল নিশ্চয়॥
তখন মথুরা দাস বলিলেন—
এইমতে মাধুর্য্যের যত ইতি পাত্র।
তা সবার তপস্যার কথা শুনিতে কাঁপে গাত্র॥
বহু কষ্টে করি তারা ঈশ্বর আরাধন।
যার যেই রসে প্রাপ্তি করিল বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণের যত অনুসঙ্গীগণ।
ঈশ্বরাংশে নরদেহ করিয়াছে ধারণ॥
সে তুলনা প্রাকৃত জীবেতে নাহি হয়।
তুলনা যে করে তার নরক নিশ্চয়॥
আর অটলের ক্রিয়া কেন বা কহিল।
রাসলীলা কবিরাজ গোসাঁই ঐশ্চর্য্যে লিখিলা॥
মহিষী বিবাহ যৈছে যৈছে কৈলা রাস।
তাহাকে জানিয়ে কৃষ্ণের মোক্ষ প্রকাশ॥
অটল করিলে কি সে গোপীদেহ পাবে।
যাবত্ মৈথুন তাবত পুংষাচার না যাবে॥
গোস্বামী সকলে কত লক্ষ শাস্ত্র কৈলা।
তাহাতে অটল ক্রিয়া কেন না লিখিলা॥
তোমার মন উক্তি তুমি কর আলাপন।
তাহা কহিলা সব অশুদ্ধ সাধন॥

চন্দ্র সাধনের কথা কহিলা যে আর।
অঘোর পন্থির মত পৈচাসিক আচার ॥
মলমূত্র পান করে অঘোর পন্থিগণ।
বৈষ্ণবে শুনিলে হয় পাপ সঞ্চরণ ॥
তখন রূপ কবিরাজ বলিলেন :
অতএব দীক্ষা শিক্ষা সকলি অসার।
নিরন্তর কাম ক্রীড়া এই মাত্র সার ॥
এমত নিষ্ঠিত হইয়া থাকিব সাধু মাঝ।
সৎ সাধুতে প্রেমসেবা না করিব ব্যাজ ॥
কামের ঘরে প্রেমের বাসা বিশ্বাস করিবে।
এই রসে কলির জীব সকল ভুলিবে ॥
স্বস্ত্রীতে করিবে ব্রহ্মার সৃষ্টি পালন।
পরস্ত্রীতে পরকিয়া করিবে সাধন ॥
একদিগে ব্রহ্মার সৃষ্টি আর দিগে প্রেম।
আজ্ঞা দিলা গুরু গোসাঁই দুই রহে যেন ॥
এইমত শিক্ষা দেই কহিলাম তোমারে।
দীক্ষাতে নিষ্কামীর ধর্ম্ম দেখাই সবারে ॥
দীক্ষার প্রণালী আর আমার নাই।
দীক্ষাতে শিক্ষাতে এক প্রণালী চালাই ॥
শুষ্ক বৈরাগ্য ধর্ম্ম দেখাই দীক্ষাতে।
রসিকের মতে ধর্ম্ম জানাই শিক্ষাতে ॥

বিষ্ণু অংশে পুরুষ, শক্তি অংশে নারী।
অংশাবতার রাধাকৃষ্ণ সব লীলা করি॥
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ কেবা চক্ষে দেখে।
অনুমান ধ্যান পূজা শাস্ত্রে মাত্র লিখে॥
শুনহ মথুরা দাস সাধন আমার।
রস ব্রহ্ম সাধন সার ব্যবসা শৃঙ্গার॥
ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মে হয় লয়।
এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
ব্রহ্মে নিষ্ঠা হৈয়া যবে মনানন্দে রয়।
আহার মৈথুনে তার কিছু দোষ নয়॥

রূপ কবিরাজের ভজন পদ্ধতি শ্রবণ করতঃ মথুরাদাস কর্ণে হস্ত দিলেন এবং বৃন্দাবনে গিয়া গুরু মুকুন্দদাসের পে সমস্ত বলিলেন। তখন মুকুন্দদাস রূপ কবিরাজের র্কে বলিতে লাগিলেন।

গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী মান্য ভক্ত মাঝে।
তার কাছে দীক্ষা নিল রূপ কবিরাজে॥
আমার নিকটে শিক্ষা করিল গ্রহণ।
স্বভাব দেখিয়া তত্ত্ব না দিলাম তখন॥
আজ্ঞা দিলাম যাহ তুমি তীর্থ ভ্রমিবারে।
মূলধর্ম্ম জানাব আসিলে পুনর্ব্বারে॥
লতত্ত্ব না কহিলাম মনে দুঃখী হৈল।
র্থ ভ্রমিবারে সেই তখনে চলিল॥

বহুশ্লোক বহুপদ রচনা করিল।
গোস্বামীর শাস্ত্র মত কিছু না রাখিল॥
নানারূপ ব্যাখ্যা করি লোক ভুলাইল।
দীক্ষা শিক্ষা দিয়া বহু শিষ্য যে করিল॥
একশত চতুর্ব্বিংশতি শিষ্য সঙ্গেতে।
উপস্থিত হইল দীক্ষাগুরু পাটেতে॥

রূপ কবিরাজ সশিষ্যে গুরুপাটে আগমন করিয়া প্রসাদ ভোজন কালে তাঁহার এক শিষ্য উচ্ছিষ্ট অন্ন পরিবেশন পাত্রে প্রদান করিলে গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী রূপ কবিরাজকে বর্জ্জন করেন।

পুনঃ স্নান করি শুদ্ধ হইলা ব্রাহ্মণী।
শিষ্য সবে কহে প্রসাদ ঝুটা হয় কেমনি॥
চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিতে লাগিলা।
এই ধর্ম্ম তোরা সবে কোথায় পাইলা॥
এইমতে বহু তর্ক বাড়িতে লাগিল।
ক্রোধে চক্রবর্ত্তী তার মালা কাড়ি নিল॥
এক কণ্ঠি মালা গলে রহিল তাহার।
ভয়ে পলাইয়া গেল সেই দুরাচার॥
আমার নিকটে আসি উপস্থিত হৈল।
আদি অন্ত সব কথা কহিতে লাগিল॥
কহিলাম পড় যাইয়া দীক্ষাগুরুর পায়।
সে কহিল দীক্ষাগুরুর নাহি মোর দায়॥

শুনিয়া দারুণ কথা ত্যাগিলাম তাহারে ॥
দীক্ষা শিক্ষাগুরু ত্যাগি গেল দেশান্তরে ॥

তারপর মুকুন্দদাস রূপ কবিরাজের জন্ম রহস্য বলিলেন। ঈশান সংহিতায় বর্ণিত রহিয়াছে যে, যোগমায়া ভগবতী মহাদেবের সহিত গৌরলীলা কাহিনী বলিলেন। তাহা শুনিয়া যমরাজ ভাবিলেন, কলিকালে একজনও পাপী থাকিবে না। তখন তিনি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য সমীপে মন অভিপ্রায় জানাইলে শুক্রাচার্য্য বলিলেন, বলির দানযজ্ঞ কালে ভগবান আমার চক্ষু অন্ধ করিয়াছেন, আমি তাহার প্রতিশোধ কলিকালেই গ্রহণ করিব।

তথাহি—শুক্রাচার্য্য উবাচ—

সত্যং বদামি হে রাজন্শৃণুত্বং হি মহামতি।
কলৌ ধর্ম্ম বিনাশায় জাতয়িষ্যামি ভূতলে ॥

চৈতন্যের ধর্ম্মে আমি দীক্ষা শিক্ষা নিব।
তার ধর্ম্ম নিয়া তার সর্ব্বনাশ করিব ॥
নিষ্কামির ধর্ম্ম আমি কামেতে দেখাব।
নিশ্চয় আমার মতে সকলে আনিব ॥
কামে প্রেম প্রাপ্তি হবে শুনি পাপীগণ।
অবশ্য আমার মত করিবে গ্রহণ ॥
রমণী রমণ করি রঙ্গ দেখাইব।
চৈতন্যের মূলধর্ম্ম সকলি নাশিব ॥

কিবা বিপ্র কিবা চণ্ডাল স্ত্রী পুরুষ নিয়া।
গাইব চৈতন্যের গুণ মণ্ডলী করিয়া ॥
যুবক যুবতী মিলি আনন্দ করিব।
কামরসে অনুরাগী সকলি হইব ॥
শুষিব শুষিব প্রেম প্রকৃতি হইয়া।
কি করিতে পারে তার চৈতন্য আসিয়া ॥
যেখানের প্রেম আমি সেখানে পাঠাব।
প্রকৃতির অঙ্গে প্রেমের গন্ধ না রাখিব ॥
পরনারী সঙ্গে পরকীয়া করাইব।
সকামের কর্ম্ম করি ডুবিয়া মরিব ॥
পরনারী প্রণয়েতে অনুরাগী হৈয়া।
বৈরাগ্য করিবে পিতামাতাকে ত্যজিয়া ॥
দিবানিশি কামাচার করিবে তাহাতে।
আপনে বিজ্ঞান হইয়া ছাড়িবে পশ্চাতে ॥
একেতে বিজ্ঞান হইয়া অন্যেতে মজিবে।
মুখে প্রেমালাপ মাত্র কামাচার করিবে ॥
এ বড় আশ্চর্য্য রঙ্গ কলিতে দেখাব।
কৃষ্ণগুণ গাইয়া জীব নরকে যাইব ॥

*　　　*　　　*

শুক্রাচার্য্যের প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বেতে আসিল।
সময় জানিয়া সেই কলিতে জন্মিল ॥

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কে বুঝিবে মর্ম্ম।
রূপ কবিরাজে দেখি সেইমত ধর্ম্ম॥

* * *

সঙ্কীর্ত্তন ছলে প্রেম জগতে বিলায়।
পাপীতাপীগণ সব তারিলা হেলায়॥
তাতে শুক্রাচার্য্য বাদি হইয়াছে এবার।
কলিযুগে পাপীতাপীর নাহিক নিস্তার॥
মহাদুষ্ট দানবের গুরু শুক্রাচার্য্য।
দারুণ শুক্রের চক্রে সকলে অধৈর্য্য॥
কলিতে জন্মিবে সব দানবাদিগণ।
কপট বৈষ্ণব বেশ করিবে ধারণ॥
সধর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়া বিধর্ম্মাচরিবে।
তা সবার সঙ্গে সব অধর্ম্মী হইবে॥

এইরূপ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য রূপ কবিরাজ রূপে গৌরাঙ্গের
শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মকে সঙ্কুচিত করিয়া উপধর্ম্মের প্রভাবে অদ্যাপি
হগ্রস্থ করিতেছে। সুধীগণ এতদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক
কিবেন। সর্ব্বক্ষণ এ জাতীয় সংশ্রব হইতে দূরে থাকিবেন।
স্বামী শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিবেন এবং গোস্বামী-
স্ত্র অনুশীলনকারী মহাত্মাগণের সান্নিধ্যে রহিবার জন্য সর্ব্বদা
ৎদ্‌গ্রীব হইবেন। তবেই শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালাভে ধন্য
হইয়া তাঁহার চিরশাশ্বত সেবাধিকার লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীরূপ কবিরাজ বিষয়ে শ্রীনরোত্তম বিলাসের গ্রন্থকর্ত্তার
রিচয়েও বর্ণিত রহিয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী
এতদ্বিষয়ে 'বহির্ম্মুখ প্রকাশ' নামক গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণন
রিয়াছেন। তবে গ্রন্থখানি এখনও অপ্রকাশিত।

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ গুরুধাম শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর হইতে শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্ত্তৃক শ্রীদুর্গা প্রেস গরিফা (ফোন : ভাট-২৪১৫) হইতে মুদ্রিত।